দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

১৪

001

01 JAN 1989

শিক্ষাঙ্গন

বেসরকারী কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি ততবেশী উন্নত ও সমৃদ্ধ। শিক্ষা নাগরিকের সুযোগ নয়, অধিকার। স্বাধীন দেশে শিক্ষালাভের অধিকার সকলেরই সমান। তাই, শিক্ষাক্ষেত্রে সকল বৈষম্য নিরসন একান্তভাবে অপরিহার্য।

পাশ্চাত্যের উন্নত দেশে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে জড়িত সকলকে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়। বিশেষ করে সামাজিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র আমাদের এ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন কিংবা সংশোধনের কোন প্রয়াস নেই বললেই চলে। অব্যাহতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, যুগপোযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নে অনীহা, শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা ও সর্বোপরি এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ এক চরম সংকটের সম্মুখীন।

এদেশের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কলেজ শিক্ষার চিত্র অত্যন্ত করুণ। অধিকন্তু সরকারী ও বেসরকারী কলেজের মধ্যে চরম বৈষম্যের কারণে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির জন্য কল্যাণকর না হয়ে বয়ে আনছে হতাশা, বঞ্চনা ও নৈরাজ্য। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষানীতির কারণে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর কাছে জ্ঞানার্জন অপেক্ষা পরীক্ষা পাসই একমাত্র কাম্য হয়ে পড়েছে।

একই শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত সরকারী ও বেসরকারী কলেজের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার চরম বৈষম্যের কারণে স্বভাবতই শিক্ষাদান ও মেধার মূল্যায়ন ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। এরফলে পল্লী গ্রামের অসংখ্য মেধা ও প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটছে। সরকারী কলেজের সুরম্য ইমারত, অত্যাধুনিক গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, সুদক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী, সর্বোপরি রেসিডেন্সিয়াল ও ক্যাডেট কলেজগুলোর ব্যবস্থাপনা এদেশের পরিবেশ ও বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে মফস্বলের জরাজীর্ণ বেসরকারী কলেজ ভবন, নিম্নমানের আসবাবপত্র, অবিন্যস্ত শ্রেণীকক্ষ, যন্ত্রপাতিহীন গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার এবং অপর্যাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী নিয়েই পরিচালিত হচ্ছে বেসরকারী কলেজগুলো। অধিকন্তু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য কারণে এসব কলেজ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে সংস্কারের অপেক্ষায় পড়ে থাকে বছরের পর বছর।

বলাবাহুল্য, এদেশের কলেজ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলোর মধ্যে আর্থিক অসচ্ছলতা ও শিক্ষক স্বল্পতা অন্যতম। কলেজসমূহে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং অভিন্ন চাকরিবিধির আওতাধীনে তেমন আর্থিক ক্ষতি স্বীকার না করেও কলেজ শিক্ষার মান উন্নত করা যায়। এ ক্ষেত্রে কলেজ শিক্ষাকে জাতীয়করণ করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠা কলেজগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে সামগ্রিকভাবে কলেজ শিক্ষাকে জাতীয়করণের মাধ্যমে বর্তমানে বিরাজমান সরকারী কলেজের শিক্ষক স্বল্পতা এবং বেসরকারী কলেজের আর্থিক দৈন্যতার নিরসন ঘটাতে হবে। অভিন্ন চাকরিবিধি প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীরা সুস্থ মন-মানসিকতায় পেশাগত দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবেন। এর ফলে সামগ্রিকভাবে কলেজ শিক্ষার মান উন্নত হবে একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়।

এম জি মাহফুজ